# দুজনার পাঠশালা

**মূল**

ড. হাসসান শামসি পাশা
শাইখ ইবরাহিম দাবিশ
শাইখ আদেল ফাতহি আবদুল্লাহ

**গ্রন্থনা ও অনুবাদ**

যায়েদ আলতাফ

প্রকাশনায়

**পথিক প্রকাশন**
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...﴾

‘আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।’[১]

***

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ.

‘ইবলিশ পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টিকারী সে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি এই এই কাজ করেছি। উত্তরে সে বলে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর আরেকজন এসে বলে, আমি তার পিছনে লেগে থেকে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ইবলিশ তখন তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, তুমি খুবই কাজের কাজ করেছো।’[২]

[১] সুরা রূম : ২১।
[২] সহিহ মুসলিম : ৬৯৯৯।

সেজন্য আমাদের বিস্তর পড়াশোনা করতে হবে। বিয়ে ও বিয়ে পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। নবি জীবনের দিকনির্দেশনা আহরণ করতে হবে। নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে।

কেননা আমরা বর্তমানে এমন এক দূষিত, পঙ্কিল ও অস্থির সমাজে বসবাস করছি, যেখানে মানুষ বিয়ে করেও শান্তিতে নেই। দাম্পত্য কলহের বিষাক্ত ছোবলে পরিবারগুলো ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য দম্পতি লোভ-লালসা, কলহ-বিবাদ, সন্দেহ এবং পরকিয়ার বলি হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে কেটে টুকরো টুকরো করছে। স্ত্রী স্বামীকে। নিষ্পাপ সন্তানরাও কখনো এসব নৃশংসতার শিকার হচ্ছে।

শুধু যে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংসার ভাঙছে তা নয়। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও সংসার ভাঙছে। দীনদারি দেখে বিয়ে করার পরও সংসার টেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে। *দুজনার পাঠশালা* নামে বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থে এসব সমস্যা থেকে বেঁচে থাকার এবং এ থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবিজির পারিবারিক জীবনাদর্শগুলোকে বারবার সামনে এনে সেগুলো স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলত তিনজন বিখ্যাত লেখকের বই ও লেকচার থেকে এই বইটি সাজানো হয়েছে।

১. ডক্টর হাসসান শামসি পাশার *হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন* গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু লেখার অনুবাদ এখানে পেশ করা হয়েছে। তিনি একজন সিরিয়ান চিকিৎসক। জন্ম ১৯৫১ সালে। আরবের জেদ্দা শহরস্থ কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালের কার্ডিওলজির পরামর্শক এবং আয়ারল্যান্ড, গ্লাসপো ও লন্ডনের রয়্যাল কলেজের চিকিৎসকদের ফেলো। তিনি তার লেখায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেন।

২. শাইখ ইবরাহিম দাবিশ। সৌদি আরবের রাস শহরস্থ জামে মালিক আবদুল আযিযের ইমাম ও খতিব। বিখ্যাত দাঈ। আল-কাসিম ইউনিভার্সিটির উসতাযুস সুন্নাহ (সুন্নাহর অধ্যাপক)। ইউটিউবে তার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। এখানে তার *ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ* (স্ত্রীর সঙ্গে আচরণনীতি) শিরোনামের অধীনে বক্তৃতাগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি তার বক্তৃতায় সাধারণত অধিক পরিমাণে আয়াত ও হাদিস এবং নবিজি ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ তুলে ধরেন এবং সেখান থেকে মূল সমাধান ও দিকনির্দেশনা বের করে নিয়ে আসেন।

৩. শাইখ আদেল ফাতহি আবদুল্লাহ। আরবের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। দাম্পত্য, পারিবারিক জীবন এবং আত্মোন্নয়নমূলক বিষয়ক তার অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই অত্যন্ত চমৎকার। এখানে তার *কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি ও তুরদিনা রাব্বাকি* (আপনি কীভাবে স্বামীর মন জয় করবেন এবং রবের সন্তুষ্টি হাসিল করবেন) গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী সাধারণত যেসব ভুল করে থাকে এ বিষয়ক তার আরও দুটি গ্রন্থ রয়েছে। সেই গ্রন্থ দুটি থেকেও নির্বাচিত কিছু লেখার অনুবাদ করা হয়েছে।

আশা করি বইটি আপনার চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। দাম্পত্য জীবনের নানান জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের সন্ধান দিবে।

বইটিতে আমরা প্রতিটি হাদিস কিতাবের নাম ও নাম্বারসহ উল্লেখ করেছি। সমসাময়িক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনা যাতে দীর্ঘ হয়ে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক না করে, সেজন্য আমরা প্রতিটি শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

পথিক প্রকাশন-এর কর্ণধার ইসমাইল ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। বইটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে তিনি চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেননি। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তার প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এটি আমার দ্বিতীয় বই। এই বইটি যখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তখন আমার আম্মা মারাত্মক অসুস্থ। ব্রেইন স্ট্রোক করে এক পাশ প্যারালাইজড। আপনাদের কাছে আবেদন, আপনারা আমার আম্মার দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতার দুআ করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তার মাকবুল বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ যদি সুস্থ রাখেন, কলম ও কালির মেহনত জারি রাখেন, কথা হবে অন্য কোনো বইয়ে।

**যায়েদ আলতাফ**

সাভার, ঢাকা।
২১-আগষ্ট-২০২১ ইং
১২-মুহাররাম-১৪৪৩ হি.

# প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের কোভিড-১৯-এর মতো বৈশ্বিক মহামারির হাত থেকে এখনও সুস্থ রেখেছেন। বাঁচিয়ে রেখেছেন। দুরুদ ও সালাম রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন।

বই প্রকাশের জন্য যদিও এই সময়টা উপযোগী না। করোনা আগের চেয়ে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা আমাদের গভীর সংকটের মুখে নিপতিত করছে। আমরা জানি না,এ অবস্থার শেষ কোথায়? তবে আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নই। তিনি অবশ্যই আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন। আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব। সবকিছু আবার সচল হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

কোভিড-১৯-এর কারণে দেশের সমস্ত পাঠশালা যখন বন্ধ, তখন আমরা আপনাদের সামনে *দুজনার পাঠশালা* নিয়ে হাজির হয়েছি। বইটি মূলত যারা দু পা থেকে চার পায়ে পরিণত হয়েছেন, সিঙ্গেল থেকে মিঙ্গেল হয়েছেন, তাদের জন্য। তবে অন্যরাও পড়তে পারেন পূর্ব-প্রস্তুতির জন্য।

অবিবাহিতদের জীবনে কোনো সমস্যা হলে মুরুব্বিদের বলতে শোনা যায়, 'ওকে বিয়ে করিয়ে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।' আসলেই কি বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যায়? নাকি বৈবাহিক জীবনের পদে পদে রয়েছে নানান জটিলতা? জটিলতা থাকলে সেগুলো কী কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই বইটিতে। এর প্রতিটি লেখায় আমি ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছি, ইনশা আল্লাহ আপনারাও আলোড়িত হবেন।

আশা করি পথিক প্রকাশন-এর অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইটিকেও আপনারা সাদরে গ্রহণ করবেন। কোনো ভুল-ক্রুটি হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। আরেকটি কথা, গল্পের প্রয়োজনে বইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ও চরিত্র কল্পনাপ্রসূত। কারও সঙ্গে মিলে গেলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। সবাই ভালো থাকবেন।

**মো. ইসমাইল হোসেন**

পর্দা : নারীর মাহরাম ও গায়রে মাহরাম ..........................................১৯৬
গৃহাভ্যন্তরে নারীর সাজসজ্জা গ্রহণ.................................................... ১৯৯
নিজের প্রতি ও সংসারের প্রতি যত্নবান থাকা ...................................২০১
সফল মিলনের সুফল...........................................................................২০২
নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সুলভ বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা ...........২০৫
পারিবারিক সমস্যায় বান্ধবীদের কাছে পরামর্শ না চাওয়া ........................২০৭
স্বামীর প্রতি ঘৃণাবোধ কখন প্রশংসনীয় ও কখন নিন্দনীয়? .....................২০৯
আমার স্বামী কৃপণ, এখন আমি কী করব? ......................................... ২১১
স্বামীর যদি মদের নেশা থাকে...............................................................২১৩
গৃহব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন নারীই দায়িত্বশীল................................ ২১৫
কৃতজ্ঞতা নবিদের গুণ ........................................................................ ২১৬
রাগ করে চলে যাওয়া .........................................................................২১৮
শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ ...................................................... ২১৯
প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা ...................................................... ২২১
শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি ঘৃণা করে.................................................... ২২৪
সংসারের প্রতি বিরক্তি .........................................................................২২৬
স্বামী যদি ভালো না বাসে .....................................................................২২৮
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ....................................................................... ২৩০
নারীরা কেন স্বামীর ভালোবাসা হারায়? ..........................................২৩২
পুরুষরা যেসব নারীদের অপছন্দ করে .............................................. ২৩৩
বৃদ্ধার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা.............................................................২৩৪

**বিপজ্জনক চ্যাপ্টার** ........................................................ ২৩৬

কথায় কথায় তালাক চাওয়া ...............................................................২৩৭
ডিভোর্সের আগে ভাবুন.......................................................................২৪০
না বলা কথা ..................................................................................... ২৪২
একটি চমকপ্রদ ঘটনা .........................................................................২৪৫
নিকৃষ্ট হালাল (১) ............................................................................. ২৪৭
নিকৃষ্ট হালাল (২) ............................................................................. ২৪৯
ডিভোর্স সংক্রান্ত পুরুষদের কিছু ভুল.................................................... ২৫১

তবে লক্ষ রাখতে হবে, একই ভুল যেন বারবার না হয়। ভুলের উপর যেন আমরা স্থির না থাকি। কোনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি।

এক্ষেত্রে আমরা নিজের ইগোকে প্রশ্রয় দেব না। গো ধরে থাকব না। তাহলে দিন দিন ভুলের সংখ্যা হ্রাস পতে থাকবে। জীবন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত হতে থাকবে। ফুলের মতো চারপাশে সুরভী ছড়াতে থাকবে। রাতের আঁধারে জ্যোৎস্না বিলাতে থাকবে।

জীবনকে যদি একটি বাগানের সাথে তুলনা করি তাহলে ভুলগুলো হলো বাগানের ক্ষতিকর আগাছা। আর তওবা হলো সে আগাছা পরিষ্কারের কাঁচিস্বরূপ।

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি লাভের জন্য হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত কথাটি মূলনীতির পর্যায়ে রাখার মতো। তিনি তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> ‘তুমি যদি আমাকে রাগ করতে দেখ, তাহলে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। আর আমি যদি তোমাকে রাগ করতে দেখি, তাহলে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব। অন্যথায় আমরা একসঙ্গে বসবাস করত পারব না।’

একে অপরকে আমরা যদি ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখি, পরস্পরের প্রতি আমাদের যদি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, তাহলে আমরা শুধু আমাদের সঙ্গীর গুণগুলোই দেখতে পাব।

কারণ, ভালোবাসার দৃষ্টিতে শুধু গুণ ধরা পড়ে। দোষ নয়। ঘৃণার দৃষ্টিতে শুধু দোষ ধরা পড়ে। গুণ নয়। যাকে ভালো লাগে, সে বাঁকা হয়ে হাঁটলেও সোজা মনে হয়। আর যাকে ভালো লাগে না, সে সোজা হয়ে হাঁটলেও বাঁকা মনে হয়।[১৫]

---

[১৫] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

# স্বামীর অভিযোগ

এককেকটি সংসার যেন ছোটো ছোটো এককেকটি রাজ্য। পুরুষ বা স্বামী সেই রাজ্যের অধিপতি। রাজ্য পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তারই। তাই রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি-অগ্রগতি অনেকটাই তার উপর নির্ভরশীল।

রাজা যদি তার ছোট্ট এই রাজ্যের সুখ-শান্তি কামনা করেন, তাতে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই কিছু বিষয়ে অপরিহার্য জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং শরয়ি নির্দেশনা মোতাবেক সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

পুরুষের হাতে সংসার রাজ্যের এই চাবি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তুলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে চাবিটি তিনি তার হাতে হস্তান্তর করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

‘পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণের উপর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার দায়িত্ব।’[১৬]

বিয়ে আল্লাহ তায়ালার শুধু মহান নেয়ামতই নয়। আল্লাহ তায়ালার একটি হুকুমও। সেই সাথে আমাদের নবিজির সুন্নত। তাই বৈবাহিক জীবনকে স্বার্থক ও সুন্দর করে তুলতে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও তার রাসুলের হেদায়েত মেনে চলতে হবে। সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

সংসার রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে রাজাকে (পুরুষকে) অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। নানা অভিযোগ-অনুযোগ তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। ভিতরে ভিতরে খোঁচাতে থাকে। সমস্যা যেহেতু আছে, সেসব সমস্যার সমাধানও আছে। অভিযোগ যেহেতু আছে। সেসব অভিযোগের নিরসনও আছে।

একজন স্বামীর তার স্ত্রীর ব্যাপারে সাধারণত কী কী অভিযোগ থাকে, এবার আমরা তেমনই কিছু অভিযোগের কথা এখানে তুলে ধরব। যেমন,

---

[১৬] সুরা নিসা : ৩৪।

১. তার সঙ্গে সংসার করে কোনো সুখ নেই।
২. তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো শেষ নেই। খরচের কোনো সীমা নেই।
৩. প্রায়ই বাসার বাইরে গমন করে। শপিং, পার্লার, ফাংশন, বেড়াতে যাওয়া—একটা না একটা প্রোগ্রাম আছেই।
৪. খুব উদাসীন। যেমন সন্তান-সন্ততির প্রতি তেমনি আমার প্রতি।
৫. সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি কম।
৬. রাতে উপেক্ষা করে।
৭. অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন। বাসায় কালি সেজে থাকবে। আর কোথাও বের হওয়ার সময় প্রিন্সেস সেজে বের হবে।
৮. খিটখিটে।
৯. অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ। জেদি। একগুঁয়ে। তাকে নিয়ে আমি আর পারছি না। খুব শীঘ্রই ডিভোর্স দিয়ে দিব।
১০. পর্দা করতে চায় না। দীন-ধর্মের প্রতি উদাসীন।

এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। চারপাশ থেকে সেসব অভিযোগ আমাদের কানে আসে। কিছু কিছু ঘটনা তো আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করি।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সব দোষ স্ত্রী বেচারীর। অভিযোগের তীরে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার জন্যই যেন সে এই সংসারে এসেছে। আর স্বামী দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। তার কোনো দোষ নেই। সে নির্দোষ। নিষ্পাপ। পয়গম্বরদের মতো। (নাউযুবিল্লাহ)

আমি যেহেতু পুরুষ। তাই নিজেকে পুরুষের স্থানে রেখেই বলি, ধরে নিলাম বিয়ে করে আমি বড় কোনো সমস্যায় পড়েছি। নারীদের প্রতি আমার একরকম বিতৃষ্ণা চলে এসেছে। এখন আমি কী করব? বনে গিয়ে কিংবা বন থেকে ধরে এনে কোনো পশু-পাখির সঙ্গে সংসার করব?

তাহলে তো সমস্ত নারী জাতি আমার প্রতি বেজায় রকম ক্ষেপে যাবে।

নাকি কোনো পুরুষকে বিয়ে করব?

তখন পুরুষরা আমার দিকে তেড়ে আসবে।

এটা কী কখনো সম্ভব?

সম্ভব নয়।

তাহলে সমাধান?

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখলাম—সমাধান একটাই। মুক্তির পথও একটাই। সেটি হচ্ছে, মূলের দিকে ফিরে আসা। উৎসের সন্ধান করা। আর সেই

# স্ত্রীর অভিযোগ

একটু আগেই বলেছি, বৈবাহিক জীবনে শুধু যে পুরুষের অভিযোগ থাকে তা নয়। একজন নারীরও অনেক অভিযোগ থাকে। নারীরা তো সাধারণত স্বামীর হাতে বাজারের লিস্ট ধরিয়ে থাকে। আজ মনে করুন একটি অভিযোগের লিস্ট ধরিয়ে দিল। বাজারের লিস্টকে গুরুত্ব না দিলে ঘরে যেমন চুলা জ্বলবে না। সবাইকে অভুক্ত থাকতে হবে। তেমনি স্ত্রীর অভিযোগের লিস্টকেও গুরুত্ব না দিলে ঘরে কোনো শান্তি থাকবে না। সবাইকে অশান্তির অনলে পুড়তে হবে।

এবার চলুন—অভিযোগের লিস্টটি দেখে নেওয়া যাক,

১. পরিবারকে সময় দেয় না। বাসা থেকে সেই যে ভোরে বের হয়। ফিরে একেবারে রাত করে।
২. বাবার বাড়ি যেতে দিতে চায় না।
৩. সন্তান ও পরিবারের প্রতি উদাসীন। যেন এ সন্তান ও পরিবার তার না। রাতে বাসায় ফিরে কোথায় একটু পরিবারকে সময় দিবে তা না। এসেই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসবে। খাওয়া শেষে টিভি বা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।
৪. মুখের ভাষা খারাপ। সন্তানদের সামনেই দুর্ব্যবহার শুরু করে। কথায় কথায় গায়ে হাত তোলে। তালাকের হুমকি দেয়।
৫. নামাজ পড়ে না। ধূমপান করে।
৬. সারাক্ষণ শুধু ভুল ধরতে থাকে।
৭. অযথা সন্দেহ করে। খারাপ ধারণা পোষণ করে।
৮. কখনো আমার ভালো কিছুর প্রশংসা করে না। এত সেজেগুজে থাকি তবু তার মন পাই না।
৯. আমি পড়াশোনা করি এটা তার পছন্দ না।
১০. কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে না।
১১. ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। খুব মেজাজ দেখায়।
১২. যত খারাপ লোক আছে, তাদের সঙ্গে তার উঠাবসা। ভালো কারও সঙ্গে মিশতে দেখি না।
১৩. আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না। খাওয়াতে নিয়ে যায় না।
১৪. খুব কৃপণ। হাড় কিপটে। আমার সঙ্গে তো কিপটেমি করে করেই, সন্তান ও তার বাবা-মার সঙ্গেও করে।

# স্ত্রীর হক

বিয়ের মাধ্যমে নর-নারী যে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, সে জীবনের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হবে এবং একপর্যায়ে তা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হবে। একজন পুরুষের উপর স্ত্রীর কিছু হক আছে। পবিত্র কুরআনই তার এসব হক নির্ধারণ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে,

> ‘আর নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।’[২০]

পুরুষের উপর স্ত্রীর সে হকগুলো হলো:

- মোহর পরিশোধ করা।
- জৈবিক চাহিদা পূরণ করা।
- খোরপোষ দেওয়া।
- প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা। স্ত্রীকে পর্দার হালতে রাখা।
- তার ও তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।
- অযথা সন্দেহ ও খারাপ ধারণা পোষণ না করা।
- আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর ইবাদতে সাহায্য করা।
- দিনের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিলের ব্যবস্থা করা।
- একান্ত বাধ্য না হলে কিংবা সে যদি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত না থাকে, তাহলে তালাক না দেওয়া।
- মাঝে মাঝে তাকে তার নিকটাত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া।
- স্ত্রীর কোনো আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করা।
- স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের বিষয়গুলো অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

এছাড়া আরও কিছু হক রয়েছে। সামনের লেখাগুলোতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[২০] সুরা বাকারা : ২২৮।

# স্ত্রীর সঙ্গে আচরণশিল্প

আচ্ছা, স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ—এটি কি কোনো শিল্প, যা চর্চা করতে হয়?

আমি বলব, অবশ্যই এটি একটি শিল্প। এ শিল্পে নিপুণতা আনতে হলে তা চর্চা করতে হবে। নিয়মিত নিজেকে নিয়ে বসতে হবে। আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। নবি ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাত অধ্যয়ণ করতে হবে এবং সে আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের এই যে শিল্প, প্রথমে আমাদের এ শিল্প সম্পর্কে জানতে হবে। তবে আমাদের জানার উৎস হবে না কোনো গুগল কিংবা নেট দুনিয়া। অথবা ইসলামের আদর্শচ্যুত আধুনিক কোনো ম্যাগাজিন কিংবা পেপার-পত্রিকা।

আমাদের জানার একমাত্র উৎস হবে রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানাহ। তার সুস্পষ্ট হেদায়েত ও পথনির্দেশনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> ‘বস্তুত আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।’[২১]

এজন্য আমাদের জানতে হবে, স্ত্রীদের সাথে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণনীতি কেমন ছিল? নবিগৃহে ভালোবাসার চিত্র কেমন ছিল? তার দাম্পত্য জীবন কত সুরভিত ছিল? তিনি তার স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন? কোনো ভুল হলে তাদের কীভাবে শোধরাতেন, সংশোধন করতেন?

আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে আদেশ করেছেন তাঁর ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবনের সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে। যদিও তা একান্ত গোপন বিষয় হয়।

[২১] সুরা আহযাব : ২১।

# স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আচরণনীতি

অনেকগুলো কারণে আমার এ বিষয়ে কলম ধরা। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি:

♥ প্রথমত স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাগুলো তুলে ধরা। বিশেষ করে স্ত্রীর যেসব অধিকারের ব্যাপারে অধিকাংশ পুরুষরা অজ্ঞ, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে তুলে ধরা।

স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে আমাদের অনেকেই অজ্ঞ। যারা অবগত, তাদের অনেকে আবার না জানার ভান করে। ভুলে থাকতে ভালোবাসে।

♥ দ্বিতীয়ত নারী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা।

নারীদের সম্পর্কে অনেক পুরুষের মাঝে নেতিবাচক মনোভাব ও ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে থাকে। যেমন—অনেকে বলে, ‘নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। বিয়ের পর তাদের সবসময় টাইট দিয়ে রাখবে।’

আবার অনেক পুরুষ নারীদের ‘ঝামেলা’ মনে করে। যেমন, এক আরব কবির কবিতা:

> ‘আমি দেখেছি, নারীরা পার্থিব জীবনের অনেক ঝামেলার কারণ। সুতরাং কখনো তাদের বিশ্বাস করবে না। সে যদি দাবী করে আসমান থেকে নেমে এসে বলছে—তবুও না।’

অপর এক আরব কবি নারীদের সম্পর্কে আরও মারাত্মক ভুল কথা বলেছেন। যেমন তিনি তার এক কবিতায় বলেন,

> ‘নারীকে পুরুষের জন্য শয়তানস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানের অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। দীন-দুনিয়ার যাবতীয় অনিষ্টের মূলে মূলত এরাই।’

নারী সম্পর্কে আমরা এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী নই। এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন নই।

নারী সম্পর্কে আমাদের ধারণা তো সেই আরব কবির মতো—

> ‘নারী হচ্ছে বাগানের ফুল। ফুলের ঘ্রাণ কার না ভালো লাগে বল।’